যুগান্তর

তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা

প্রথমদিনে অনুপস্থিত ৫৯৬৮৭ শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষা মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি পরীক্ষায় ৯ শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন। তবে প্রথমদিনের পরীক্ষায় ২৩ লাখ ৩ হাজার ৬৯৪ জনের অংশ নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু অংশ নিয়েছে ২২ লাখ ৪৪ হাজার ৭ জন। অনুপস্থিত ছিল ৫৯ হাজার ৬৮৭ জন। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে এক শিক্ষককে ভ্রাম্যমাণ আদালত কারাদণ্ড দিয়েছেন। এ ছাড়া আরও ৪ জনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। একই ধরনের অপরাধের জন্য ১৪ জন শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে বলে সরকারি হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হবে। প্রথম দিন সকাল ১০টায় জেএসসিতে বাংলা প্রথমপত্র এবং জেডিসিতে কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবার পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশের আহ্বান জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মন্ত্রীর এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এ কারণে পৌনে ১০টায়ই তাদের হাতে হাতে উত্তরপত্র দেয়া হয়। পরীক্ষার প্রথমদিন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে এ চিত্র দেখা গেছে। এদিন রাজধানীর ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দেখতে যান শিক্ষামন্ত্রী। এ সময় তিনি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। অভিভাবকরা মন্ত্রীর কাছে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকারীদের ধরে ফাঁসিতে ঝুলানোর দাবি জানান। জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁস রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া ও বিচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সময় তিনি ভুয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে না ছুটতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষার ফল জানতে পারবে।

- ৪ শিক্ষক ও ১৪ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
- এক শিক্ষকের কারাদণ্ড
- প্রশ্ন ফাঁসকারীদের ফাঁসি চান অভিভাবকরা
- ডিসেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশ —শিক্ষামন্ত্রী

সরেজমিন রাজধানীর ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে দেখা যায়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে। সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু অভিভাবকদের বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীদের নিয়ে সকাল ৯টার মধ্যে কেন্দ্রে হাজির হন। বাড়তি সময় পেয়ে শিক্ষার্থীরা শেষবারের মতো প্রস্তুতি ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ পায়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুলের এক পরীক্ষার্থীর বাবা জিয়াউল কবীর দুলু বলেন, 'ঢাকা জ্যামের শহর। পথে যাতে জ্যামে বিলম্ব না হয়, সে জন্য ৯টার আগেই মেয়েকে নিয়ে কেন্দ্রে চলে এসেছি।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথমদিন সারা দেশে ৫৯ হাজার ৬৮৭ জন পরীক্ষার্থী ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

প্রথমদিনে অনুপস্থিত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অনুপস্থিত ছিল। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১২ হাজার ৫৬০ জন, চট্টগ্রামে ২ হাজার ৭০৫ জন, রাজশাহীতে ৪ হাজার ৮৩৮ জন, বরিশালে ৩ হাজার ২৮৮ জন, সিলেটে ২ হাজার ৬৫০ জন, দিনাজপুরে ৩ হাজার ৬২৫ জন, কুমিল্লায় ৬ হাজার ৪১০ জন, যশোরে ৪ হাজার ৮৪৬ জন এবং মাদ্রাসা বোর্ডে ১৮ হাজার ৭৬৫ জন। বহিষ্কৃত ১৪ জনের মধ্যে ১১ জনই মাদ্রাসা বোর্ডের।

ফরিদপুর ব্যুরো জানায়, সদরপুরের বেগম কাজী জেবুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ৩ শিক্ষককে হল পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা হলেন : মাসুদ আলম, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী ও সরমিন জাহান বনিতা। তবে এই তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের হিসাবে যোগ হয়নি। মোরেলগঞ্জে এক ছাত্রীকে সহায়তার অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক হাবিবুর রহমানকে ৩ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ওই ছাত্রীকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।